গত ০৩-০২-২০১৯খ্রিঃ রবিবার ১১.০০ ঘটিকায় ডিএমপি সদর দপ্তর সম্মেলন কক্ষে (৩য় তলা) অনুষ্ঠিত ঢাকা মহানগরীর রমনা/লালবাগ/ওয়ারী/মতিঝিল/মিরপুর/তেজগাঁও/গুলশান/উত্তরা বিভাগের জানুয়ারি, ২০১৯খ্রিঃ মাসে রুজুকৃত খুন, ডাকাতি, দস্যুতা, অপহরণ ও গণধর্ষণ মামলাসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্তে মনিটরিং সেলের সভার কার্যবিবরণী ঃ

সভাপতি ঃ **অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস্)**
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।

তারিখ ঃ **০৩-০২-২০১৯খ্রিঃ ।**

সময় ঃ **১১.০০ ঘটিকা।**

স্থান ঃ **ডিএমপি সদর দপ্তর সম্মেলন কক্ষ (৩য় তলা)।**

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের নামের তালিকা (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১.	জনাব কৃষ্ণ পদ রায় বিপিএম, পিপিএম (বার), অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস্) ।
২.	জনাব শেখ নাজমুল আলম বিপিএম (বার), পিপিএম(বার), যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) ।
৩.	জনাব মুনতাসিরুল ইসলাম, উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) ।
৪.	জনাব আনিসুর রহমান, উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন) ।
৫.	জনাব খন্দকার নূরন্নবী,পিপিএম (সেবা), উপ-পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা পূর্ব) ।
৬.	জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান, উপ-পুলিশ কমিশনার (প্রসিকিউশন)
৭.	জনাব রুবাইয়াত জামান, অতিরিক্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) ।
৮.	জনাব এ বি এম জাকির হোসেন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (পল্লবী জোন) ।
৯.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, সহকারী পুলিশ কমিশনার (দারুসসালাম জোন) ।
১০.	জনাব আবু তৈয়ব মোঃ আরিফ হোসেন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (তেজগাঁও জোন) ।
১১.	জনাব মৃত্যুঞ্জয় দে সজল, সহকারী পুলিশ কমিশনার (মোহাম্মদপুর জোন) ।
১২.	জনাব সাজ্জাদ ইবনে রায়হান, সহকারী পুলিশ কমিশনার (নিউমার্কেট জোন) ।
১৩.	শামসুল আরেফীন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (গোয়েন্দা দক্ষিণ) ।
১৪.	জনাব মোঃ আহসান খান, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ধানমন্ডি জোন) ।
১৫.	জনাব মোঃ শাহিদুর রহমান, পিপিএম(সেবা), সহকারী পুলিশ কমিশনার (দক্ষিণখান জোন) ।
১৬.	জনাব ইফতেখায়রুল ইসলাম, পিপিএম (সেবা) ,সহকারী পুলিশ কমিশনার (ডেমরা জোন) ।
১৭.	জনাব তাপস কুমার দাস, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ক্যান্টনমেন্ট জোন) ।
১৮.	জনাব সালাহ উদ্দিন, সহকারী পুলিশ কমিশনার (লালবাগ জোন) ।
১৯.	জনাব রফিকুল ইসলাম, পিপিএম (সেবা), সহকারী পুলিশ কমিশনার (গুলশান জোন) ।
২০.	জনাব মিশু বিশ্বাস, সহকারী পুলিশ কমিশনার (মতিঝিল জোন) ।
২১.	জনাব মোঃ রাশেদ হাসান, সহকারী পুলিশ কমিশনার (সবুজবাগ জোন) ।
২২.	জনাব সিরাজুল ইসলাম, পিপিএম(বার), সহকারী পুলিশ কমিশনার (চকবাজার জোন) ।
২৩.	জনাব আরিফুল ইসলাম সরকার, সহকারী পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম-২) ।

এছাড়াও সভায় সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন । সভায় উপস্থিত সংশ্লিষ্ট সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করা হয় । সভার শুরুতে মামলার সুষ্ঠু তদন্ত নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয় । আলোচিতব্য প্রতিটি মামলার তদন্তকারী অফিসারকে বিস্তারিত জিজ্ঞাসাবাদ করে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয় ।

১ । নিউমার্কেট থানার মামলা নং ১৫, তারিখঃ ৩০/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩২৮/৩০২ পিসি

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার ভিকটিম অত্র মামলার ভিকটিম অজ্ঞাতনামা ক্যানভাসারের নিকট হতে বড়ি কিনে খাওয়ার ফলে অসুস্থ হয় এবং পরবর্তীতে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যাওয়ার ঘটনা । এছাড়া মামলায় উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি নেই ।

সিদ্ধান্ত ঃ (১)ঘটনায় জড়িত আসামীদের সনাক্তপূর্বক দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিত থানা এলাকায় ভাসমান ক্যানভাসারদের ঔষধ বিক্রি বন্ধ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিবি-সিরিয়াস ক্রাইম বিভাগে হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৪) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, টিম লিডার ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন ।

২। লালবাগ থানার মামলা নং ৩৭, তারিখঃ ২৯/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ নাঃ শিঃ নিঃ দঃ আইন ২০০০ সংশোধন ২০০৩ এর ৭/৩০ তৎসহ ৩০২/২০১ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি অজ্ঞাতনামা আসামী কর্তৃক ভিকটিমকে শ্বাসরোধকরতঃ হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীকে সিসিটিভি ফুটেজ দেখে সনাক্তপূর্বক গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলা তদন্তের অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩। বংশাল থানার মামলা নং ১০,তারিখঃ ০৭/০১/১৮খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলা এজাহারনামীয় আসামী ও ভিকটিমকে স্বামী-স্ত্রী ছিল এবং তারা উভয়ই সবর্দা মাদকাসক্ত থাকতো। ভিকটিমের পরকীয়ার জের ধরে আসামী কর্তৃক ভিকটিমকে ব্লেড দিয়ে আঘাত করে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) আসামীর বয়সের সঠিকতা যাচাইয়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মামলার ময়নাতদন্ত রিপোর্ট দ্রুত এনে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৪। বংশাল থানার মামলা নং ১৫, তারিখঃ ০৯/০১/১৮খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার ভিকটিম দুষ্টামি করে এজাহারনামীয় আসামীর বাথরুমের দরজা বাইরে হতে আটকিয়ে দিলে আসামী বাইরে এসে ক্ষিপ্ত হয়ে ভিকটিমকে চাকু দিয়ে আঘাত করে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ভিকটিমের বয়স অপর্যাপ্ত হওয়ার কারণে ভিকটিমের জবানবন্দি বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা গ্রহণ করানো সম্ভব হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৫। মতিঝিল থানার মামলা নং ০৫, তারিখঃ ০৪/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি পরকীয়ার কারণে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৬। মতিঝিল থানার মামলা নং ৩২, তারিখঃ ২৮/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২/২০১/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার ভিকটিম ও অজ্ঞাতনামা ০৪ জন আসামীরা সবাই ইয়াবা আসক্ত ছিল। ভিকটিমসহ প্রত্যেক ইয়াবা সেবন করার পর ভিকটিমের সহিত দৈহিক সম্পর্ক করতে চাইলে ভিকটিম বাধা দেওয়ায় আসামীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ভিকটিমকে হত্যা করে লাশ ছাদ হতে নিচে ফেলে দেওয়ার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তন্মেধ্যে ০১ জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেডিকেল রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে নাঃশিঃনিঃ আইনে ধারা সংযুক্ত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) ঘটনায় জড়িত অপর আসামীকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিবি-পূব বিভাগে হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৪) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, টিম লিডার ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৭। গেন্ডারিয়া থানার মামলা নং ০৪, তারিখঃ ০৭/০১/১৮খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার আসামী মাদকাসক্ত ছিল। সে ভিকটিম আয়েশা মনি (০২) কে প্রলোভন দেখিয়ে বাসায় ডেকে নিয়ে অবৈধ সম্পর্ক করতে চাইলে ভিকটিম কান্নাকাটি শুরু করলে আসামীর মেয়ে ঘটনা দেখে ফেলায় আসামী ভিকটিমকে ৩য় তলা হতে নিচে ফেলে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আসামীর মেয়ে বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৮। কদমতলী থানার মামলা নং ০৩, তারিখঃ ০১/০১/১৮খ্রিঃ, ধারাঃ ১৪৩/৩৪১/৩২৩/ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি ক্রিকেট খেলার মাঠে সিগারেট খাওয়াকে কেন্দ্র করে ভিকটিম ও আসামীর মধ্যে মারামরির জের ধরে ভিকটিমকে খেলার স্ট্যাম্প ও লোহার রড দিয়ে আঘাত করে হত্যা ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে কাঃবিঃ ১৬৪ ধারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত আলামত উদ্ধার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৯। কদমতলী থানার মামলা নং ২৫, তারিখঃ ১৬/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার এজাহারনামীয় আসামী দুবাই প্রবাসী। সে বাংলাদেশে এসে প্রেমঘটিত কারণে ভিকটিম নাছিমা আক্তারকে ২য় বিবাহ করে। বিবাহের কয়েকদিন পর আসামী ভিকটিমকে শারীরিক আঘাতকরতঃ হত্যা করে পুনরায় কৌশলে বিদেশে পালিয়ে যায়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) এন সি বি, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) উপ-পুলিশ কমিশনার (মিডিয়া এন্ড পাবলিক রিলেশনস্)কে আসামীর ছবিসহ মামলার তথ্য প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১০। ডেমরা থানার মামলা নং ১২, তারিখঃ ০৮/০১/১৮খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২/২০১/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় ০২জন আসামী কর্তৃক ০২ জন ভিকটিমকে শ্বাসরোধকরতঃ হত্যা করে লাশ খাটের নিচে লুকিয়ে দরজা বাহির হতে আটকিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত আসামীদেরকে গ্রেফতার করার জন্য পুলিশের ০৫টি দল একত্রে কাজ করে এবং আসামীদের গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলা তদন্তের অগ্রগতি সন্তোষজনক হওয়ায় মামলা তদন্তকারী কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১১। যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং ৭৯, তারিখঃ ২২/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯৩/৩০২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি ভিকটিম ভ্যানচালক সে ভ্যান চালানোর কাজে সাহায্য করার জন্যমাঝে মাঝে অজ্ঞাত লোকদের বাসায় এনে রাখতো। এরূপ অজ্ঞাত ব্যক্তি কর্তৃক ভিকটিমকে শ্বাসরোধকরতঃ হত্যার ঘটনা। হত্যার ঘটনায় উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) হত্যাকান্ডের মূল রহস্য উদঘাটনসহ ঘটনায় জড়িত মূল আসামীকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মামলাটি ডিবি-পূব বিভাগে হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, টিম লিডার ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১২। যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং ৭৫, তারিখঃ ২২/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামীরা অজ্ঞাতনামা ভিকটিমকে অজ্ঞাত স্থানে হত্যাকরতঃ লাশ যাত্রাবাড়ী থানাধীন মাতুয়াইল জনৈক নুর হোসেন খান@ফালান এর দখলীয় মৌজা নং ১৩২২ এর পরিত্যক্ত ছনক্ষেতে ফেলে রাখার ঘটনা। হত্যাকান্ডের ঘটনায় উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ভিকটিমের পরিচয় সনাক্তপূর্বক হত্যাকান্ডের মূল রহস্য উদঘাটনের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) ঘটনায় জড়িত আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিবি-পূর্ব বিভাগে হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৪)মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, টিম লিডার ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৩। মিরপুর মডেল থানার মামলা নং ২১, তারিখঃ ০৯/০১/১৮খ্রিঃ, ধারাঃ ১৪৩/৩৪১/৩২৩/৩২৪/৩২৬/৩০৭/ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী পক্ষ ও ভিকটিম পক্ষ এর মধ্যে ফুটপাতের উত্তোলনকৃত টাকা ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ভিকটিমকে পূর্ব পরিকল্পিতভাবে চাপাতি, চাকু এবং লোহার রড দিয়ে আঘাতকরতঃ রক্তাক্ত জখম করে হত্যার ঘটনা। হত্যার ঘটনায় জড়িত ০৩ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তন্মেধ্যে ০১ জন আসামী বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত আলামত উদ্ধার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) হত্যাকান্ডে জড়িত অন্যান্য আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৪। পল্লবী থানার মামলা নং ০৪, তারিখঃ ০৩/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩২৬/৩৪২/৩০৭/৩০২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি এজাহারনামীয় আসামী মাদকাসক্ত ছিল। সে টাকার জন্য তার স্ত্রীকে চাকু দিয়ে আঘাত করতে লাগলে ভিকটিম (আসামীর শাশুড়ি) আসামীকে বাধা দিতে গেলে আসামী ভিকটিমকেও চাকু দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। পরবর্তী ভিকটিম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যায়। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। হত্যাকান্ডে ব্যবহৃত চাকু উদ্ধার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৫। পল্লবী থানার মামলা নং ০৬, তারিখঃ ০৪/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩২৩/৩০২/১১৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি এজাহারনামীয় আসামী মাদকাসক্ত ছিল। আসামী সহ ০৩ জনের সহায়তায় ভিকটিম (আসামীর মা) কে লোহার রড দিয়ে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে হত্যা করার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০২ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ঘটনায় জড়িত অপর আসামীকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৬। পল্লবী থানার মামলা নং ০৭, তারিখঃ ০৫/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি অজ্ঞাতনামা আসামী কর্তৃক ভিকটিমের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় গুরুতর রক্তাক্ত জখম করে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) হত্যাকান্ডের মূল রহস্য উদঘাটনপূর্বক ঘটনায় জড়িত আসামীদেরকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

(২) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৭। বনানী থানার মামলা নং ৩৪, তারিখঃ ২৯/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী কর্তৃক তার ০২ বছরের শিশু সৎ সন্তানকে হত্যাকরতঃ লাশ কম্বলের নিচে চাপ দিয়ে রেখে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত মূল আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৮। ভাটারা থানার মামলা নং ৩০, তারিখঃ ২১/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামীরা ভিকটিম যমুনা ব্যাংকের সিকিউরিটি মোঃ শামীমকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাতকরতঃ হত্যার ঘটনা। হত্যার ঘটনায় উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) আসামীদের পরিচয় সনাক্তপূর্বক হত্যাকান্ডের মূল রহস্য উদঘাটনের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

(২) ঘটনায় জড়িত আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

(৩) মামলাটি ডিবি-উত্তর বিভাগে হস্তান্তরের নির্দেশ প্রদান করা হয়।

(৪) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, টিম লিডার ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

১৯। খিলক্ষেত থানার মামলা নং ৪০, তারিখঃ ২৮/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩০২/২০১/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি অজ্ঞাতনামা আসামী কর্তৃক হিজড়া ভিকটিমকে হত্যার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং ডিবি পুলিশ কর্তৃক আরো ০১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মামলার রহস্য উদঘাটিত।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২০। বিমানবন্দর থানার মামলা নং ৩৩, তারিখঃ ২০/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯৫/৩৯৭/৪১২পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার ভিকটিম সু-প্রভাত পরিবহনের ড্রাইভার ও হেলপারসহ আরো অজ্ঞাতনামা ০২জন রাত্রি ১২:৩০ ঘটিকা হতে ১২;৪৫ ঘটিকার মধ্যে গাড়িতে বসে গাজা খায়। এক পর্যায়ে ড্রাইভার ও অজ্ঞাতদের মধ্যে মারামারি হয় এবং ড্রাইভার ডাকাত ডাকাত বলে চিৎকার করে। মূলত মামলার ঘটনাটি ডাকাতি নয়। পরবর্তীতে ড্রাইভার নিজের ভুল স্বীকার করে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২১। কলাবাগান থানার মামলা নং ১৪, তারিখঃ ৩০/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে সভায় আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি সালাম পার্টির সদস্য কর্তৃক ভিকটিমের আরোহিত রিক্সার গতিরোধ করে অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে ভিকটিমের নিকট হতে নগদ ১,৭০,০০০/- টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা। অত্র মামলায় উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি নেই।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২২। ধানমন্ডি মডেল থানার মামলা নং ০১, তারিখঃ ০২/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯২/৪১১ পিসি।

আলোচনা ঃ বিমানবন্দর অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি এজাহারনামীয় আসামীরা একটি সিলভার রংয়ের প্রাইভেটকারযোগে ছিনতাই করে পালানোর সময় রাস্তার আইল্যান্ডের সাথে ধাক্কা লাগলে ধানমন্ডি ফাঁড়ির পুলিশ সদস্য কর্তৃক হাতেনাতে মাইক্রোবাস সহ ০১ জন আসামী ধৃত হওয়ার ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত অন্যান্য আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৩। ধানমন্ডি মডেল থানার মামলা নং ১১, তারিখঃ ২০/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯২/৪১১ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী কর্তৃক ভিকটিমের আরোহিত রিক্সা হতে ল্যাপটপ ভর্তি ব্যাগ ছিনতাই করে পালানোর সময় স্থানীয় জনতা কর্তৃক হাতেনাতে ধৃত হওয়ার ঘটনা।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৪। খিলগাঁও থানার মামলা নং ৪৪, তারিখঃ ২২/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামীরা মুখ বাধা অবস্থায় একটি সাদা মাইক্রোবাসযোগে এসে ভিকটিম এর আরোহিত রিক্সার গতিরোধ করে চাপাতি দিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে ভিকটিমের নিকটে থাকা নগদ ৩৪,৫০০/- টাকা এবং ০১ টি মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা। ঘটনায় জড়িত আসামীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলার ঘটনার জড়িত আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) ভোর রাতে টহলরত পুলিশ সদস্যদের সংখ্যা আরো বাড়ানোর জন্য জোনাল এসিদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৫। মুগদা থানার মামলা নং ৬৩, তারিখঃ ২৮/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা যুবক মোটরসাইকেলযোগে ভিকটিম এর আরোহিত রিক্সার পেছন দিক হতে এসে ভিকটিমের গলায় থাকা ০১ভরি ওজনের ০১টি চেইন যার আনুমানিক মূল্য ৪৫,০০০/- টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে যে, ঘটনার দিন বাদী এবং আসামীর অবস্থান ভিন্ন জায়গায় ছিল। বাদীর সাথে আসামীর পরকীয়ার জের ধরে ছিনতাই মামলা দায়ের করা হয়েছে মর্মে সন্দেহ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলার ঘটনার জড়িত আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত মোটরসাইকেলের মালিকানা বিআরটিএ হতে যাচাইয়ের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৬। রামপুরা থানার মামলা নং ১৯, তারিখঃ ১৭/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী কর্তৃক ভিকটিমের আরোহিত রিক্সার গতিরোধ করে ভিকটিমের গলায় ছুরি ঠেকিয়ে নগদ ১,৫০,০০০/- টাকা নিয়ে পালানোর সময় ভিকটিমের ডাক-চিৎকারে টহলরত পুলিশ সদস্য কর্তৃক ০১ আসামী হাতেনাতে ধৃত হওয়ার ঘটনা। তবে ছিনতাইকৃত টাকা উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলার ঘটনার জড়িত আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) ছিনতাইকৃত টাকা দ্রুত উদ্ধারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৭। রামপুরা থানার মামলা নং ৩৬, তারিখঃ ২৮/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী কর্তৃক ভিকটিমের পথরোধ করে ধারালো চাকু গলায় ধরে ভিকটিমের নিকটে থাকা ০১টি মোবাইল ছিনতাই করে পালানোর সময় র‍্যাবের সদস্য কর্তৃক ০১ জন আসামী চাকু সহ হাতেনাতে ধৃত হওয়ার ঘটনা। পরবর্তীতে থানা পুলিশ সদস্য কর্তৃক অপর আরো ০১ জন আসামীকে লুণ্ঠিত মোবাইল সহ গ্রেফতার করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৮। ওয়ারী থানার মামলা নং ৩০, তারিখঃ ২৪/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি সালাম পার্টির সদস্য কর্তৃক ভিকটিম (এমবি ফারহান-৪ এর সুপারভাইজার) কে সালাম দিয়ে পথে দাড় করিয়ে লঞ্চের কালেকশনের নগদ ৯৩,৪০০/- ছিনতাইয়ের ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং লুণ্ঠিত নগদ ৩৫,০০০/-টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলার ঘটনার জড়িত আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) ছিনতাইকৃত টাকা দ্রুত উদ্ধারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

২৯। মোহাম্মদপুর থানার মামলা নং ০৭, তারিখঃ ০৩/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯২ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামীরা সাদা প্রাইভেটকারযোগে এসে ভিকটিমদ্বয় (সেনাবাহিনী সদস্য) ও তার মাকে ছুরি ও চাপাতি দিয়ে ভয়ভীতি দেখিয়ে ০২ টি ল্যাগেজ ভর্তি মালামাল এবং ০৩ টি মোবাইল যার আনুমানিক মূল্য ৬৪,০০০/-টাকা ছিনতাই করার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত আসামীদের গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলার ঘটনার জড়িত আসামীদের সনাক্তপূর্বক দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) ছিনতাইকৃত মালামাল ও মোবাইল দ্রুত উদ্ধারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩০। আদাবর থানার মামলা নং ১৬, তারিখঃ ১৭/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামী কর্তৃক ভিকটিমকে চাপাতি দিয়ে আঘাতকরতঃ ভিকটিমের নিকটে থাকা মোবাইল ও ব্যাগভর্তি মালামাল যার আনুমানিক মূল্য ৫৫,০০০/-টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০২ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তারা বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে। ছিনতাই কাজে ব্যবহৃত আলামত উদ্ধার করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩১। শাহআলী থানার মামলা নং ১৬, তারিখঃ ১৪/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৯৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি এজাহারনামীয় আসামীরা পিছন দিক হতে এসে ভিকটিম ও তার ভাইকে এলোপাতাড়ি মারধরকরতঃ তাদের নিকট হতে নগদ ৯,০০০/- টাকা ও ০১ টি মোবাইল ছিনতাইকালে শাহআলী থানার টহলরত পুলিশ কর্তৃক ০১ জন আসামী হাতেনাতে ধৃত হওয়ার ঘটনা। পরবর্তীতে আসামীর দেওয়া তথ্যমতে আরো ০৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়। ছিনতাইকৃত মালামাল উদ্ধার করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩২। ধানমন্ডি মডেল থানার মামলা নং ০৮, তারিখঃ ১৭/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৬৫/৩৮৬/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী কর্তৃক ভিকটিমকে জোরপূর্বক একটি কালো মাইক্রোবাসে উঠিয়ে অপহরণকরতঃ ভিকটিমের শ্যালকের নিকট মুক্তিপণ বাবদ ৬,৩০,০০০/- টাকা চাঁদা দাবির ঘটনা। পরবর্তীতে ভিকটিমের পরিবার ৯৯৯ এ ফোন করে ঘটনাটি অবগত করলে পুলিশের সহায়তায় ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয় এবং ০২ জন আসামীকে ধৃত করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩৩। খিলগাঁও থানার মামলা নং ৩৭, তারিখঃ ১৯/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৬৫/৩৪২/৩২৩/ ৩৮৫/৩৮৬/৫০৬/৩৪ পিসি

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী কর্তৃক ভিকটিমের পথরোধ করে জোরপূর্বক একটি সাদা মাইক্রোবাসে উঠিয়ে অপহরণকরতঃ ভিকটিমের নিকট হতে নগদ ৩৫,০০০/- টাকা, ৮০০ পাউন্ড ও ০১টি মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে ভিকটিমের পরিবারের নিকট মুক্তিপণ বাবদ ০৩ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনা। ভিকটিমের পরিবার বিকাশের মাধ্যমে ১,২০,০০০/- টাকা আসামীদের প্রদান করলে আসামীরা ভিকটিমকে ছেড়ে দেয়। পরবর্তীতে ভিকটিম র‍্যাব-৩ কে ঘটনাটি অবগত করলে র‍্যাবের সহায়তায় ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ৫,০০০/- টাকা উদ্ধার করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩৪। খিলগাঁও থানার মামলা নং ৪২, তারিখঃ ২১/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ১৭১/৩৬৫/৩২৩/ ৩৮৬/৫০৬/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী সহ অজ্ঞাতনামা ৪/৫ জন আসামীরা নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ভিকটিমকে হ্যান্ডকাপ লাগিয়ে অপহরনকরতঃ ২০ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনা। পরবর্তীতে ভিকটিম ৩,৮০,০০০/- চেক এবং নগদ ২,৫০,০০০/-টাকা আসামীদের প্রদান করলে আসামীরা ভিকটিমকে ছেড়ে দেয়। ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলার ঘটনার জড়িত আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) লুণ্ঠিত টাকা দ্রুত উদ্ধারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(৩) মামলাটি ডিএমপি মনিটরিং সেলে অন্তর্ভূক্ত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩৫। রামপুরা থানার মামলা নং ২০, তারিখঃ ১৭/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ১৭০/৩৬৫/৩৪২/ ৩৭৯/৩৮৫/৩৮৬/৫০৬ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী সহ অজ্ঞাতনামা ৩/৪ জন আসামীরা নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ভিকটিমকে অপহরনকরতঃ ভিকটিমের নিকটে থাকা ১৪,৩০০/-টাকা, ০১ মোবাইল ছিনিয়ে নিয়ে ভিকটিমের পরিবারের নিকট মুক্তিপণ বাবদ ৫০,০০০/- টাকা চাঁদা দাবির ঘটনা। পরবর্তীতে ভিকটিমের পরিবার নগদ ৩৩,৫০০/- আসামীদের প্রদান করলে আসামীরা ভিকটিমকে ছেড়ে দেয়। ঘটনায় জড়িত ০২ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তারা বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩৬। যাত্রাবাড়ী থানার মামলা নং ৬৭, তারিখঃ ২১/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৬৫/৩৮৫/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলাটি অজ্ঞাতনামা আসামী ভিকটিমকে অপহরনকরতঃ ভিকটিমের পরিবারের নিকট ২৫ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মামলার ঘটনার জড়িত অন্যান্য আসামীদের দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩৭। তেজগাঁও থানার মামলা নং ০৬, তারিখঃ ০৯/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৬৫/৩৮৫/৩৮৬ /৩২৩/৪২০/৪৬৭/৪৬৮/ ৪৭১ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী কর্তৃক ভিকটিমকে জালিয়াতির মাধ্যমে ভূয়া নিয়োগপত্র তৈরী করে চাকুরির প্রলোভন দেখিয়ে নাটোর জেলা হতে ঢাকা এনে অপহরণকরতঃ তার পরিবারের নিকট ০৪ লক্ষ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০১ জন আসামী র‍্যাব কর্তৃক গ্রেফতার হয় এবং ভিকটিমকে উদ্ধার করা হয়। বিভিন্ন আলামত উদ্ধার করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) ঘটনায় জড়িত অপর আসামীকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ প্রদান করা হয়।
(২) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩৮। হাতিরঝিল থানার মামলা নং ৫০, তারিখঃ ২৯/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৪১/৩৬৫/৩৮৫/ ৩৭৯/৩২৩/১১৪/৩৪ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামীসহ অজ্ঞাতনামা ০২ জন আসামী কর্তৃক ভিকটিম ও তার স্ত্রীকে গতিরোধ করে জোরপূর্বক অপহরণকরতঃ ২০,০০০/-টাকা চাঁদা দাবির ঘটনা। জড়িত ০১ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সে বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃ কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করেছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৩৯। মিরপুর মডেল থানার মামলা নং ৩৬, তারিখঃ ১৫/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ১৭০/৩৬৫/ ৫১১পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামীরা নিজেদের ডিবি পুলিশ পরিচয় দিয়ে ভিকটিমকে জোরপূর্বক টেনে হেঁচড়ে মাইক্রোবাসে উঠিয়ে অপহরনের চেষ্টাকালে ভিকটিমের ডাক-চিৎকারে আশপাশের জনতা কর্তৃক ০৫ জন আসামী মাইক্রোবাস সহ ধৃত হয়। পরবর্তীতে মিরপুর মডেল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে আসামীদের গ্রেফতার করে এবং মাইক্রোবাসটি জব্দ করে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৪০। দক্ষিণখান থানার মামলা নং ২২, তারিখঃ ১৬/০১/১৯খ্রিঃ, ধারাঃ ৩৬৫ পিসি।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার জানান যে, অত্র মামলার ঘটনাটি ২০৩ কেজি হেরোইন সংক্রান্তে শ্রীলংকায় মামলায় হয় উক্ত মামলার জের ধরে র‍্যাব কর্তৃক ভিকটিমে তুলে নিয়ে পুনরায় ভিকটিমকে ছেড়ে দেওয়ার ঘটনা। ভিকটিমের জবানবন্দি কাঃ বিঃ ১৬৪ ধারা মোতাবেক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৪১। হাজারীবাগ থানার মামলা নং ২০, তারিখঃ ১৪/০১/১৯খ্রিঃ ধারাঃ নাঃ শিঃ নিঃ দঃ আইন ২০০০ সংশোধন ২০০৩ এর ৯(৩)।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী কর্তৃক ভিকটিমকে গণধর্ষণ করার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০৪ আসামীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। আসামী ও ভিকটিমের ডিএনএ পরীক্ষা করা হয়েছে। মামলাটি মিথ্যা বলে ধারণা করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

৪২। খিলগাঁও থানার মামলা নং ২৪, তারিখঃ ১১/০১/১৮খ্রিঃ, ধারাঃ নাঃ শিঃ নিঃ দঃ আইন ২০০০ সংশোধন ২০০৩ এর ৯(৩)।

আলোচনা ঃ অত্র মামলা সংক্রান্তে আলোচনাকালে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) জানান যে, অত্র মামলাটি এজাহারনামীয় আসামী কর্তৃক ভিকটিমকে গণধর্ষণ করার ঘটনা। ঘটনায় জড়িত ০২ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ০১ নং আসামীর সাথে ভিকটিমের সম্পর্ক ছিল মর্মে ধারণা করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত ঃ (১) মেরিট অনুযায়ী মামলার তদন্ত নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সংশ্লিষ্ট বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার, অতিঃ উপ-পুলিশ কমিশনার, অপরাধ জোনের সহকারী পুলিশ কমিশনার, অফিসার ইনচার্জ, পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) ও তদন্তকারী কর্মকর্তা সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

সভাপতি মহোদয় সভায় উপস্থিত সকল সদস্যকে মামলা তদন্তের পাশাপাশি আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্থিতিশীল রাখার জন্য আন্তরিকভাবে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া মামলা তদন্তে আরো ভালভাবে মনোনিবেশ করার সময় সর্বদা পুলিশী সেবার মনোভাব রাখার পরামর্শ দেন। প্রত্যেক থানা এলাকায় চিহ্নিত ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের সনাক্ত করা ও গ্রেফতার করার লক্ষ্যে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা এবং ভোররাতে অপরাধ প্রবনতারোধে রাত্রিকালীন টহল পুলিশ সদস্যদেরকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে পুলিশী কার্যক্রম পরিচালনা করার নির্দেশনা প্রদান করেন। নতুন করে কোন ধরণের অপরাধ যাতে বাড়তে না পারে সেজন শক্ত হাতে কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতে কোনরূপ কঠিন পরিস্থিতি অত্যন্ত ধৈর্য্য, সাহসিকতা ও পেশাদারিত্বের সহিত মোকাবেলা করার আহবান জানান। যে সকল মামলাগুলির রহস্য এখন পর্যন্ত উদঘাটিত হয়নি সে সকল মামলাগুলির রহস্য অতি শীঘ্রই উদঘাটন করার লক্ষ্যে সকলকে আন্তরিকতার সহিত কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়। রমনা/লালবাগ/ওয়ারী/মতিঝিল/তেজগাঁও/মিরপুর/গুলশান/উত্তরা বিভাগে গত জানুয়ারি, ২০১৯খ্রিঃ মাসে রুজুকৃত খুন, ডাকাতি, দস্যুতা, অপহরণ ও গণধর্ষণ মোট ৪২ টি মামলা সম্পর্কে আলোচনা হয়। তন্মধ্যে ১৫ টি মামলা ডিএমপি মনিটরিং সেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস্)
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
ও
সভাপতি
মামলা তদন্ত মনিটরিং কমিটি

স্মারক নং ডিএমপি (সঃদঃ)/অপরাধ/মঃ সেল/৩৯-২০১৯/অংশ-৪/ তারিখঃ -০২-২০১৯খ্রিঃ।

অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ

১। উপ-পুলিশ কমিশনার (রমনা/লালবাগ/মতিঝিল/গুলশান/মিরপুর/তেজগাঁও/উত্তরা/ডিবি-উত্তর/পশ্চিম/পূর্ব/দক্ষিণ/সিরিয়াস ক্রাইম/অপরাধতথ্য ও প্রসিকিউশন/ইইমেন সাপোর্ট এন্ড ইনভেস্টিগেশন) বিভাগ, ডিএমপি, ঢাকা। — অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য।
২। সহকারী পুলিশ কমিশনার (রমনা/ধানমন্ডি/নিউমার্কেট/লালবাগ/কোতয়ালী/চকবাজার/মতিঝিল/সবুজবাগ/ডেমরা/তেজগাঁও/মোহাম্মদপুর/মিরপুর/পল্লবী/দারুসসালাম/গুলশান/ক্যান্টনমেন্ট/উত্তরা/বিমানবন্দর/দক্ষিণখান জোন) ডিএমপি, ঢাকা।
৩। পি এ টু পুলিশ কমিশনার, ডিএমপি, ঢাকা।
৪। পি এ টু অতিঃ পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম এন্ড অপস্), ডিএমপি, ঢাকা। — অবগতির জন্য।
৫। পি এ টু যুগ্ম-পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম/ডিবি), ডিএমপি, ঢাকা।
৭। অফিস নথি।

(**শেখ নাজমুল আলম,** বিপিএম-বার,পিপিএম-বার)
বিপি-৬৫৯৮০০৯৩২২
যুগ্ম পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম)
কমিশনারের পক্ষে,
ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ, ঢাকা।
ফোনঃ ৯৩৫৬৪৭২, ফ্যাক্সঃ ৮৩১৮২১০
ই-মেইল ঃ jccrime@dmp.gov.bd